সংসদে ফজলুল কাদের চৌধুরী ঃ
প্রেক্ষাপট - পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য

ঃ মাহমুদ হাসান ঃ

পূর্বাভাস ঃ তদানিন্তন পাকিস্তানের দুই প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেসামরিক ও সামরিক চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য, শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরনে সরকার যে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এই আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। জনাব এ. কে. এম. ফজলুল কাদের চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত একজন সরকার দলীয় সদস্য হয়েও সরকারকে অঙ্গুল নির্দেশ করে হুশিয়ারী দেন যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দুরীকরনে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা পাকিস্তানের অখন্ডতাকে হুমকির সম্মুখীন করবে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকারের পশ্নে ফজলুল কাদের চৌধুরী যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তায় আমরা জাতীয় পরিষদের কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছি। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ফজলুল কাদের চৌধুরী ব্যাপক তথ্যাদি উপস্থাপিত করে এতদবিষয়ে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে ছিলেন। তারিখ ছিল ঃ ১৫.১২.১৯৬৬ইং। আমরা কয়েকটি Points উল্লেখ করছি ঃ-

01. Thank you Mr. speaker for allowing me the floor. You know, sir, since independence East Pakistan, where major part of the population lives agreed to a parity of representation in the legislature. This concession by East Pakistan is unique in history. In the interest of amity, majority population of Pakistan, who live in East Pakistan surrendered their status and agreed to have parity with their brethren living in West Pakistan. But sir, in spite of such sacrifice on the part of East Pakistan parity in financial allocations, in appointments, in services between the two wings have not yet been achieved. Since Independence, want of parity in government development programmed and in services always agitated the minds of East Pakistan. Mr. Speaker sir, if one goes into the record of the proceedings of the legislature of Pakistan, one would find that day in and day-out East Pakistan had been crying hoarse demanding parity in all spheres of government activities.

    Every time East Pakistanis were told that attempts were being made for bringing about parity. But with what result? Gross disparity continues even now between the two wings in every sphere. We had been told that after the promulgation of 1962 constitution, removal of disparity is a constitutional obligation. Mr. Speaker sir, I will drown your kind attention to the relevant article of the constitution and then it will be clear to every body whether that provision of the constitution had

been carried out or not, by the government. অর্থাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আমাকে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়াতে আপনাকে ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার! স্বাধীনতার পর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্বকে মেনে নেয়। পূর্ব পাকিস্তানীদের দেয়া এই কনসেশান বা সুবিধা প্রদান ইতিহাসে নজিরবিহীন। বন্ধুত্বের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্ট্যাটাসকে বিসর্জন দিয়ে সমতার ভিত্তিতে ভ্রাতৃপ্রতিম পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাস করতে সম্মত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এরুপ ত্যাগ সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বরাদ্দ ও চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে দু'প্রদেশের মধ্যে সমতা বজায় রাখা হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানীদের মনকে নাড়া দেয়। মাননীয় স্পীকার, কেউ পকিস্তানের জাতীয় পরিষদের কার্যবিবরণী রেকর্ড খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন দিনের পর দিন পূর্ব পাকিস্তানীরা সরকারের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র দাবী জানিয়ে আসছে। প্রত্যেকবার পূর্ব পাকিস্তানীদের আশ্বাস দেয়া হয় যে, বৈষম্য দূরীকরণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে? দু'প্রদেশের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য বিরাজ করছে। ১৯৬২ সনের সংবিধান ঘোষনার পর আমাদেরকে বলা হয় যে, বৈষম্য দূরীকরণ হচ্ছে একটা সাংবিধানিক দায়িত্ব।

02. Mr. Speaker sir, thus the government has violated the constitution with regard to removal of disparity. Would the present government explain to the country, why they have violated the constitutional provision in this respect? Under these circumstances could the people be blamed if they think that professions and practices are different so far this regime is concerned. মাননীয় স্পীকার, এভাবে সরকার বৈষম্য দূরীকরনের ক্ষেত্রে সংবিধানকে বারবার লঙ্ঘন করে। বর্তমান সরকার কি জনগনের কাছে জবাবদীহিতা করবেন কেন তারা এক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকে কেন লঙ্ঘন করা হল?

03. We will be eagerly waiting for the reaction of the government on the points I have raised regarding glaring violation of constitutional provision in this respect. It is no wonder that people of East Pakistan and people of backward areas of West Pakistan would express great doubts about the bonfires of government intension in respect of removal of disparity. Now Sir, I invite your kind attention to article 7 and 8 of the constitution regarding principles or policy and responsibility with respect to principles of policy, wherein it is provided that parity between the provinces in all spheres of the central government should be achieved. অর্থাৎ আমরা অত্তান্ত উদ্দীগ্নভাবে প্রতীক্ষা করছি এব্যাপারে সরকারের প্রতিক্রীয়া জানার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের জনগন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অনগ্রসর এলাকার জনগন যদি বৈষম্য দুরীকরনের ব্যাপারে সরকারের বিশ্বস্থতা নিয়ে সন্দেহ পোষন করে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এবার আমি সরকারের নীতি নির্ধারন এবং দায়িত্বের ব্যাপারে সংবিধানের ৭ ও ৮ অনুচ্ছেদের প্রতি আপনার

দৃষ্টি আকর্ষন করছি যাতে বলা হয়েছে দু'প্রদেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে সমতা অর্জন করা হবে।

04. The backward areas of West Pakistan are not less unfortunate than East Pakistan. People living in the backward areas of Baluchistan, Send, North West frontiers and the Punjab are also looking helplessly towards the provision of the constitution with respect to removal of disparity, which also undertook to develop all backward areas. অর্থাৎ- পশ্চিম পাকিস্তানের অনুন্নত এলাকাগুলো পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে কম দুর্ভাগা নয়। বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের অনুন্নত এলাকার অধিবাসীরাও সাংবিধানিক ব্যবস্থায় বৈষম্য দুরীকরনের আশায় আছে।

05. It is hard to believe that president of Pakistan does not know the constitutional obligations and principles of government policy in regard to removal of disparity have been violated by his government. অর্থাৎ- এটা অবিশ্বাস্য যে, বৈষম্য দুরীকরনের ব্যাপারে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না এটা আমাদের প্রেসিডেন্ট জানেন না।

06. Even then nobody has any right to know the ratio of East Pakistanis in the defense forces. What a helpless situation for East Pakistan! Inspire of loud talks of constitutional obligation regarding removal of disparity between the provinces, East Pakistan has no right to know whether parity in maintained in defense. But they must know whether parity between two provinces is maintained in defense services. I do not understand what national interest is sought to be protected by the government by refusing to disclose the percentage of East Pakistanis in defense services. অর্থাৎ- এরপরও সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের আনুপাতিক হার জানার অধিকার কারো নেই। পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য কত অসহায় অবস্থা। প্রয়োজনে যদি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আরো অর্থ ব্যয় হয়, পশ্চিম পাকিস্তান এটাকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু তাদের অবশ্য জানতে হবে প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকরীর ক্ষেত্রে দু'প্রদশের মধ্যে সমতা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা। আমি বুঝি না, সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা প্রকাশ না করে কি স্বার্থ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

07. May I tell sir, and through you every body else in this country that democracy cannot function safely in a stable manner unless all regions are represented equitable on the basis of population in the defense services. This is the lesson of history. That is the experience of the present day world. In the Pakistan Naval Academy in Karachi. Of the 94 cadets only 4 are East Pakistanis. Does this go to the credit of those who talk loudly of constitutional obligations regarding the

removal of disparity? Mr. Speaker sir, East Pakistan will have to be given representation in the Army, Navy and Air force in proportion to the population. This is not a new idea. In the United States of America in all Army, Navy and Air force schools seats are reserved for the states on the basis of population of particular states. Every state has got fixed quota in Defense services in proportion to its population. অর্থাৎ- স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, সশস্ত্র বাহিনীতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সকল অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব না হলে গণতন্ত্র স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে পারেনা। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। এটা আজকের দুনিয়ার অভিজ্ঞতা। করাচীস্থ পাকিস্তান নেভাল একাডেমীতে ৯৪ জন ক্যাডেটের মধ্যে মাত্র ৪জন পূর্ব পাকিস্তানী। এটাই কি তাদের কৃতিত্ব যারা বৈষম্য দুরীকরনে সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা বলেণ? মাননীয় স্পীকার, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে জনসংখ্যা অনুপাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এটা কোন নতুন কথা নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর স্কুলে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা অনুপাতে সংরক্ষিত থাকে। সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরীতে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দিষ্ট কোটা থাকে।

08. Advertisement for recruitment in defense services is not enough, government should revise the recruitment policy in defense services in order to ensure that parity between the provinces is achieved. .....I hope president of Pakistan would see that his constitution is not violated. অর্থাৎ- সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পর্যাপ্ত নহে। সরকারের সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরীর নিয়োগ নীতি পুনর্বিবেচনা করা উচিত যাতে উভয় প্রদেশের মধ্যে সমতা বজায় থাকে। বৈষম্য দুরীকরনের সাংবিধানিক দায়িত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমি আশা করছি, পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্ট নজর রাখবেন যে তার সংবিধান লংঘন করা হচ্ছে না।

09. Last Indo-Pakistan conflict had shown that East Pakistan must be made self sufficient in every respect and more so in defense. You know sir, during the September conflict East Pakistan was not only cut off completely from West Pakistan but also from the rest of the world. .....I have no doubt that our president being a Field Marshal would appreciate this problems more than anybody else. অর্থাৎ- সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধে এটাই প্রমানিত হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বদিক দিয়ে বিশেষ করে প্রতিরক্ষায় স্বয়ংসম্পুর্ণ করে তোলা আবশ্যক। আপনি জানেন, সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নয়, সারা বিশ্ব থেকে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বহির্বিশ্বে কোন ডাক যোগাযোগ ছিল না। .....আমি আশা করি, সমর বিশারদরা পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পুর্ন করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্ট নিজে একজন ফিল্ড মার্শাল হয়ে অন্য কারো চেয়ে এই সমস্যাকে যোগ্য গুরুত্ব দেবেন।

10. It is unfortunate that whenever the question of representation in services

and allocation of resources on parity basis is raised from East Pakistan, threats and accusations of parochialism and recessionals are repeated from certain quarters. But sir, demand of parity between the two provinces is certainly not parochialism or recessionals, in my opinion it is only realism. .....But sir, friendship, brotherhood and unity in order to be strong and lasting must be based on equitable terms. অর্থাৎ- এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সমতার ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগ এবং সম্পদ বন্টনের দাবী তুললে নির্দিষ্ট মহল থেকে সংকীর্ণতা এবং বিচ্ছিন্ততাবাদের ধুয়া তোলা হয়। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, দুপ্রদেশের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার দাবী তোলা মানে, সংকীর্ণতাবোধ এবং বিচ্ছিন্নতবাদ নয়, বরং আমি এটাকে বাস্তববাদ মনে করি। পাকিস্তানে একজনও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেই। কেউ বিচিছন্ন হবার কথা বললে পাকিস্তান তাদেরকে ক্ষমা করবে না। কিন্তু মাননীয় স্পীকার, শক্তিশালী হওয়ার জন্য যে ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্য প্রয়োজন তা সমতার ভিত্তিতে হতে হবে।

তাঁর অভিভাষণের দীর্ঘ উদ্ধৃতি এ' কারণে দেয়া গেল যে, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীকারের পশ্নে ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় পরিষদে বিস্তৃত ব্যাখ্যা রেখেছিলেন। তিনি কখনো 'ইয়েস বস্' ছিলেন না। জননেতা হিসেবে তখন সকল সময়ে বঞ্চিত জনগনের আসা-আকাঙ্খাকে সামনে এনেছেন। চৈতন্যের আলোকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দাবীকে সকল সময়ে তুলে ধরেছেন, এবং আমলে এনেছেন। জনগনের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর আলোচ্যমান অভিভাষণের পরতে-পরতে একজন খাঁটি স্বদেশ প্রেমিকের রূপ প্রতিভাত থেকেছে। সেই বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের চেতনার মাইলফলক হয়ে থাকছে। ইতিহাসের বিচারে তিনি নিরঙ্কুশ খ্যাতির দাবীদার।

তাঁর মোক্ষম উক্ত স্মরনীয়, "Wisdom lies in confronting realities" অর্থাৎ- বাস্তবতাকে মোকাবেলার মাঝে প্রজ্ঞা নিহিত। তাঁর এ উক্তিটির সারবত্তা শাশ্বত।

উল্লেখ্য যে, সামরিক শাসক সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের গণতান্ত্রিক রায় হরণ করেছে বার বার।

'পিন্ডি' চায়নি যে 'ঢাকা' গণতান্ত্রিকভাবে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করুক। ফজলুল কাদের চৌধুরী সেই ভারসাম্যহীন একদেশদর্শীতার অবসান চেয়েছেন, এবং স্বক্ষেত্রে তা' নিরসনের পরিসরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

এখানে আমরা নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন এর একটি মোক্ষম উক্তির শরণ নিচ্ছি, "ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সময়কালের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে- যেখানে অতীত ঘটনা বিচারে ভিন্ন ভিন্ন পথ ও পদ্ধতি থাকতে পারে এবং সেখানে যদি মতভিন্নতা ও থাকে সেক্ষেত্রে যৌক্তিক পরিণতি অর্জনের বিন্দু আমরা খুঁজে বের করতে পারবো। প্রচলিত মতের বিরোধ খুবই জরুরী, কারণ ইতিহাস উপলব্ধিতে বিবিধমুখি প্রণোদনার প্রয়োজন পড়ে। অধিকন্তু কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনার বেলায় কখনো প্রচলিত মতের বিরোধই হয়ে ওঠে সবচেয়ে আকর্ষনের বিন্দু। তাই উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গভীরভাবে ইতিহাস নিরীক্ষণে আমার বিশ্বাস।" জাতীয় নেতা হিসাবে ফজলুল কাদের চৌধুরী যেমন ছিলেন দূরদর্শীতা সম্পন্ন, তেমনি ছিলেন উদার ও মুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দ্রুতগতি সম্পন্ন যুগে যুক্তিবাদিতার কষ্টি পাথরে যাচাই করে নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। জাতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গির সার্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি তাঁর অভিভাষণে তুলে ধরেছেন। এ' সকল আলোচনার যৌক্তিকতায় মননশীল বুদ্ধিজীবি শওকত ওসমান এর একটি উক্তি স্মরনীয়, "কারণ বর্তমান অতীতেরই জঠর-প্রসূত ও তার সঠিক যাত্রাপথ - নির্দেশের জন্য কি সুদূর কি নিকট - দুই অতীতের দিকেই তাকানো ছাড়া উপায় নেই"।